দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 01 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মঙ্গলবার বগুড়ার সরকারী শাহ সুলতান কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় -জনকণ্ঠ

কোর্টের ইনজাংশন সত্ত্বেও বগুড়া শাহ সুলতান কলেজ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ॥ পরে কার্যক্রম স্থগিত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও মঙ্গলবার বগুড়া সরকারী শাহ সুলতান কলেজ ছাত্র সংসদের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ক্ষমতাসীন দল এ নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এই নির্বাচনে ছাত্রলীগ নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানিয়ে বগুড়ার প্রথম সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করে। এরপর আদালত ৭ দিনের সময় দিয়ে 'শোকজ' নোটিস জারির পর সোমবার দুপুরে উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবারের ছাত্র সংসদ নির্বাচন কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়। এরপর ছাত্রদল ক্যাডাররা আদালত চত্বরে অবস্থান নিয়ে নিষেধাজ্ঞার আদেশের নোটিশটি যাতে কলেজে পৌঁছাতে না পারে সে জন্য নোটিস বাহককে কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখে নোটিস জারিতে বাধা দেয়। এ অবস্থা চলে মঙ্গলবার বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। নোটিস জারিতে বাধা সৃষ্টি করার ঘটনায় আইনজীবিগণও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে মঙ্গলবার সকালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কার্যক্রম সময়মতো শুরু হয়। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর, বিকাল পোনে ৫টায় ভোট গণনা চলাকালে আদালতের নিষেধাজ্ঞার নোটিস কলেজে পৌঁছে। এরপরই ছাত্র সংসদ নির্বাচনী পরিষদের রিটার্নিং অফিসার ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ভোট গণনা তথা নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে।

বগুড়া সরকারী শাহ সুলতান কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর গত ১৫ এপ্রিল ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে গেলে পুলিশের সহযোগিতায় ছাত্রদলের ক্যাডাররা ছাত্রলীগ নেতাদের মারপিট করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। ছাত্রলীগ মনোনয়নপত্র সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৭ এপ্রিল বগুড়ার প্রথম সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করে নির্বাচনের নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানায়। প্রসঙ্গত প্রায় ৮ বছর ধরে এই কলেজ সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আসছিল। মঙ্গলবার ভোটগ্রহণের সময় কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আদালতের আদেশনামা তিনি পাননি। সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হয়। তিনি জানান, পরস্পর লোকমুখে ও পত্রিকায় প্রকাশিত নিষেধাজ্ঞার খবর জেনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ভোটগ্রহণ করা হয়।

নিষেধাজ্ঞার নোটিস যথাসময়ে জারি করতে দেয়নি ছাত্রদল

এদিকে আদালতের এক 'নোটিস' বাহক ছাত্রদলের ক্যাডারদের বাধা দেয়ার কথা স্বীকার করে বলেন আদালতের সেরেস্তাদার এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হননি। এ ব্যাপারে বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সোমবার দেয়া আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারির কথাটি জানেন বলে জানান। তবে অর্ডারশীট বিলম্বে পাঠানোর বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে উল্লেখ করেন।

বগুড়া আইন কলেজের অধ্যক্ষ একেএম শামসুল আবেদীন সোনা মিয়া এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন যেহেতু উভয়পক্ষের শুনানির পর আদালত প্রকাশ্যে ঐ নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছে সেহেতু অফিসিয়াল অর্ডারের বিষয়টি মুখ্য নয়। আদালত সেখানেই বাদী ও বিবাদী পক্ষকে অবহিত করেছেন আদেশের বিষয়টি। বগুড়ার এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বগুড়া আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায়।